ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৬৭ ● কলকাতা ● ২৫ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● শনিবার ● ০৯ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

এই পথ পাড়ি দিতে আমার কাছে ৩৫ বছর আছে: শাহরুখ

পৃঃ ৫

রোনালদোর পর মেসির ৫০০

পৃঃ ৬

ইডি পেটানোর সময় শাহজাহানের ফোনে কোন বিধায়কের ফোন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বর্তমানে সিবিআই এর জিম্মায় শেখ শাহজাহান । ওদিকে শুক্রবার সকালে ফের সন্দেশখালিতে পৌঁছে যায় সিবিআই। এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে সন্দেশখালির আকুঞ্জিপাড়ায় শাহজাহানের বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই আধিকারিকদের একটি দল। এদিনও সেই বাড়িতে যায় টিম সিবিআই।সিবিআই সূত্রে আরও খবর, পঞ্চায়েতের নেতা ও স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের নম্বরও শাহজাহানের কল লিস্ট থেকে পাওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যেই শাহজাহানকে ম্যারাথন জেরাও শুরু করছে সিবিআই। গত ৫ জানুয়ারি কী করে ইডি-র ওপর হামলা হল, কারা হামলা চালল? কিভাবে, কে অত লোক জড়ো করল? এসব নিয়েই চলছে টানা জিজ্ঞাসাবাদ। তবে শাহজাহানের সোজা উত্তর, ইডি পেটানোর ঘটনা সম্পর্কে নাকি কিছুই জানেন না শেখ শাহাজান।জানিয়ে রাখি গত ৫ই জানুয়ারি শেখ শাহজাহানের অনুগামীদের হাতে আক্রান্ত হওয়া ইডির ২ জন আধিকারিকও এদিন সন্দেশখালি যায়। সাথে আছে বিশাল পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী সহ ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের টিম। বৃহস্পতির পর শুক্রে তল্লাশি অভিযানের পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদও চালাচ্ছে সিবিআই।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, শেখ শাহজাহানের কল ডিটেলস ঘেঁটে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য তাদের সামনে এসেছে। সূত্রের খবর, ইডি ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ওপর হামলার ঘটনার সময়, শাহজাহানের একটি ফোন থেকে ৩ টি কল করা হয়। আরেকটি ফোন থেকে প্রায় ১৮ টি ফোন কল করা হয়। তবে কার কাছে গিয়েছিল ফোন? এবার সেই তথ্য ফাঁস করল সিবিআই।

জানা গিয়েছে, ঘটনার দিনই সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ শেখ শাহজাহানকে ফোন করেন সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। খুব বেশিক্ষণ অবশ্য তাদের মধ্যে কথা হয়নি। দেড় মিনিট মতো কথা হয়। যদিও এই বিষয়ে বিধায়কের দাবি, 'আমি নিজেই ওকে ফোন করেছিলাম। ফোন করে বলেছিলাম, ভাই কোনও

এরপর ৩ পাতায়

পাচারচক্রের হদিশ পেল সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মোটা অঙ্কের বেতনের চাকরির লোভ দেখিয়ে ভারতীয় যুবকদের রাশিয়া পাঠানো হচ্ছে। তারপর তাঁদের ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে করতে ঠেলে দিচ্ছে পুতিন সরকার। বিগত কয়েক সপ্তাহে এমনই অভিযোগ উঠেছে। সূত্রের খবর, বর্তমানে রাশিয়ায় আনুমানিক ২৪ জন এভাবেই আটকে রয়েছেন। গত মাসেই চারজন যুবকের একটি সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়। তাঁরা দাবি করে, চাকরি দেওয়ার নামে রাশিয়ায় পাঠান হয়েছিল। তারপর ইউক্রেনে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের! সম্প্রতি আরও একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ১৫০ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, একটি ছোট্ট ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কয়েকজন যুবক। তাঁদেরও অভিযোগ, তাঁদের ভুল বুঝিয়ে রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ানো হয়।

এই ঘটনার তদন্তে সিবিআই

এরপর ৩ পাতায়

তালা খুলে শাহজাহানের বাড়িতে ঢুকল সিবিআই

শাহজাহানের বাড়ির সামনে ইডি আধিকারিকেরা ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন। -নিজস্ব চিত্র।

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শাহজাহান শেখের বাড়িতে ঢুকল সিবিআই। তাদের সঙ্গে রয়েছেন ইডির দু'জন আধিকারিক এবং ফরেন্সিক দল।৫৫ দিন 'নিখোঁজ' থাকার পর শাহজাহানকে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি মিনাখাঁ থেকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশ। তাঁকে সিআইডি-র হেফাজতে রাখা হয়েছিল। হাই কোর্টের নির্দেশে পরে তুলে দেওয়া হয় সিবিআইয়ের হাতে। ৫ জানুয়ারির ঘটনা নিয়ে সন্দেশখালির ন্যাজাট থানায় দায়ের হওয়া দু'টি এফআইআর এবং বনগাঁ থানায় দায়ের হওয়া একটি এফআইআরের তদন্তভার পেয়েছে সিবিআই। বনগাঁতে রেশন মামলার সূত্রে প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্যের বাড়িতে তল্লাশি এবং তাঁকে গ্রেফতারের সময়েও ইডি বাধা পেয়েছিল। ইডির উপর হামলার সেই ঘটনাগুলির তদন্ত করছে সিবিআই। বৃহস্পতিবার সন্দেশখালির পাশাপাশি তাদের একটি দল বনগাঁতেও গিয়েছিল।শুক্রবার সকালে আবার সন্দেশখালিতে এসেছে সিবিআই। বৃহস্পতিবারও তারা সন্দেশখালিতে শাহজাহানেক বাড়ি এবং আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখেছে। তবে শুক্রে সিবিআইয়ের দলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান-সহ রয়েছেন অন্তত ৫০ জন।অর্থাত, বড় দল নিয়ে সন্দেশখালিতে এসেছে তারা। শাহজাহানের বাড়িতে তদন্তকারীরা ঢুকেছেন। বাড়ি ঘিরে ফেলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। চারপাশের এলাকা ঘুরে দেখা হচ্ছে।

সিবিআইয়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়াও রয়েছে ফরেন্সিক দল। এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। ফরেন্সিকের সদস্যেরা শাহজাহানের বাড়ির আশপাশ, যাওয়া-আসার এলাকার স্কেচ করে নিচ্ছেন।

এরপর ৩ পাতায়

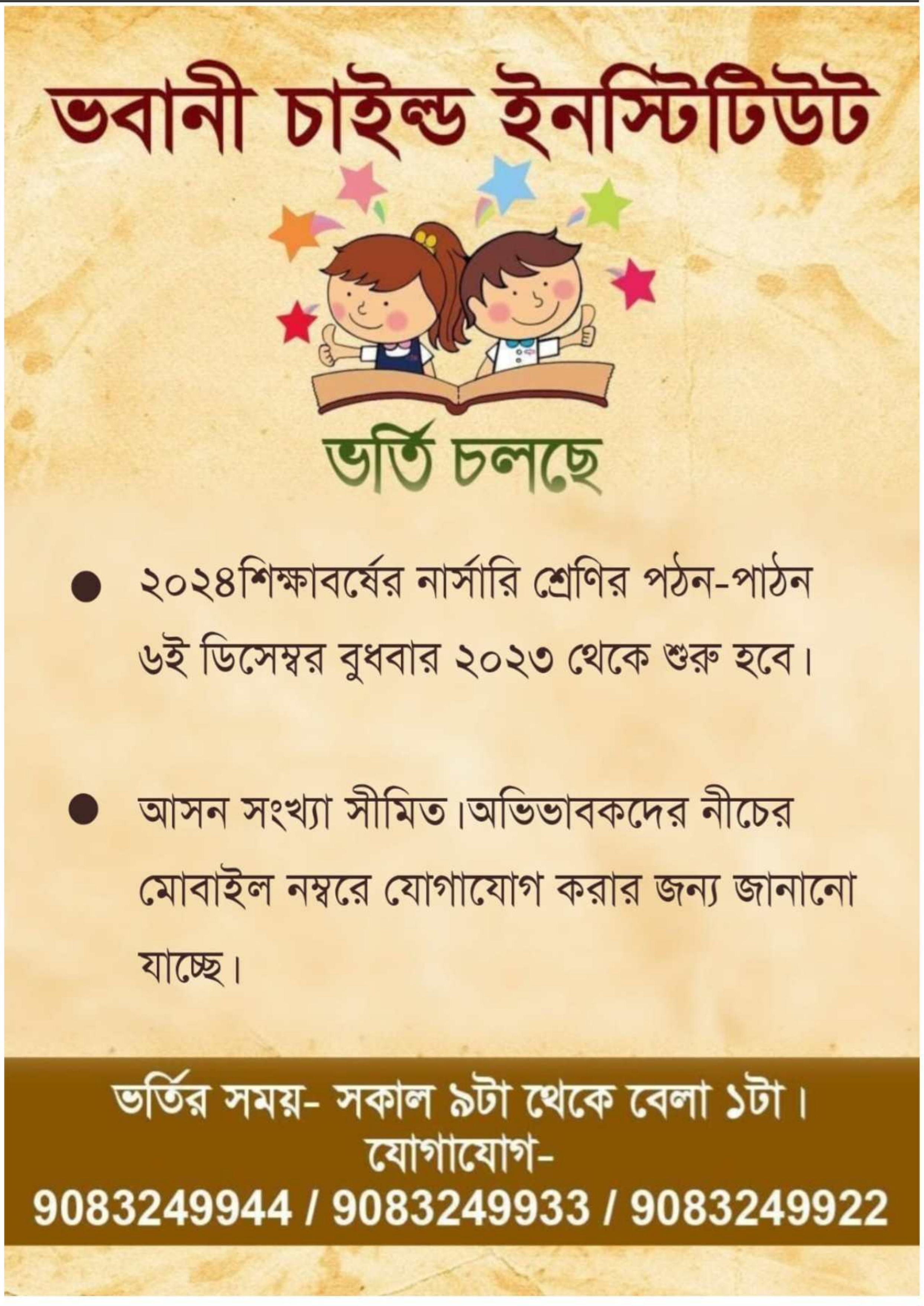

শ্রী সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী প্রধানমন্ত্রীকে

তৈলচিত্রটি উপহার দিলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী একজন বড়মাপের শিল্পী। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি তৈলচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। এদিন প্রধানমন্ত্রীকে তৈলচিত্রটি উপহার দিলেন। ছবিটি দেখে খুশী হয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীসমীরেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেন---আপনি এত সময় পান কী করে? আর কত সময় লাগলো। শ্রীসমীরেশ্বর উত্তরের জানান মাত্র ১ঘন্টার কিছু সময় লেগেছে ছবিটি আঁকতে। এরপর প্রধানমন্ত্রীকে শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যাদেবী শ্রীশ্রী বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর ছবি উপহার দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তিনি বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে নির্মিয়মান শ্রীশ্রী বিশ্বমাতা মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের জন্য আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রীকে।

হেলমেট বিহীন বাইক আরোহীদের দৌরাত্ম্য কমাতে

ঝাড়গ্রামে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইভ কর্মসূচি জেলা পুলিশের

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : জেলায় বাড়ছে পথ দুর্ঘটনা! সচেতনতা বাড়াতে রাস্তায় পুলিশ! মাস কয়েক ধরে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে পথ দুর্ঘটনা প্রায়শই বেড়ে চলেছে। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে এবার রাস্তায় নেমে সচেতনতা বৃদ্ধি করল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ! শুক্রবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে শহরের কদমকানন সহ বিভিন্ন এলাকায় এলাকায় সেভ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সেভ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচিতে জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। রাস্তায় বাইক আরোহীদের দাঁড় করিয়ে পুলিশ ট্রাফিক আইন মেনে বাইক চালানোর নির্দেশ দেন। পাশাপাশি হেলমেট বিহীন বাইক আরোহীদের দৌরাত্ম কমানোর জন্য বার্তাও দেওয়া হয়। বাইক আরোহীদের হেলমেট পরে বাইক চালানোর আবেদন করে পুলিশ। এদিনের এই 'সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের এডিশনাল এসপি সৈয়দ মামদাদুল হাসান (হেডকোয়ার্টার), ঝাড়গ্রামের এসডিপিও, ঝাড়গ্রামের ট্রাফিক ওসি রাজু আলী সহ অন্যান্য জেলা পুলিশের আধিকারিকরা।

বাসিরুল হক, জেলা প্রতিনিধি -নিউজ সারাদিন

এবং রাজ্য সভাপতি ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটরস এসোসিয়েশন পক্ষ থেকে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিরাপত্তা দাবি করছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বর্তমানে সৎ সাহসী ও নির্ভীক সাংবাদিকতার খুবই অভাব কারণ সাংবাদিকতা করলেও অনেকে সত্য কথা বলার মতো নির্ভিকভাবে এগোতে চাইনা তার একটাই কারণ জীবনে অশান্তির ছায়া নেমে আসার ভয়। কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার হেদিয়া গ্রামের একজন সৎ, সাহসী, নির্ভিক সাংবাদিক হলেন মৃত্যুঞ্জয় সরদার তিনি এই সব দিকে পিছুন ফিরে তাকানোর চেষ্টা করেননা।

তিনি অন্যায় ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সৎ ও সাহসী সাংবাদিকতার পথিকৃত। বর্তমান সময়ের তরুণ সাংবাদিকদের মধ্যে নীতিনৈতিকতা এবং আদর্শকে তুলে ধরতে তিনিও একজন বদ্ধপরিকর। মৃত্যুঞ্জয় সরদার রাজনীতি, সাংবাদিকতা সবকিছু নিয়েই আলোকপাত করেই চলেন। তিনি একজন কিংবদন্তী সাংবাদিক বর্তমান সময়ের। সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন সত্যকে তুলে ধরার জন্য। কেউ খবরের কাগজে লেখনীর মাধ্যমে। কেউ বা বৈদ্যুতিন মিডিয়ার মাধ্যমে। এখানেই বিপদ সংকেত আসে কারণ কি জানেন? তাদের স্বার্থে ঘা লেগে আসল চরিত্রটা বেরিয়ে আসে সবার সামনে যেটা তাদের সহ্যের বাইরে চলে যায় আর তখনই শুরু হয় সাংবাদিক নিগ্রহ।

যারা অন্যায় অত্যাচার করেছে তারা সত্য সন্ধানী সংবাদদাতাকে নিগ্রহ করে নানা দিক দিয়ে। ঠিক এই রকমই একজন সত্য সন্ধানী সাংবাদিক খুজে পেয়েছি এক সাংবাদিককে যিনি নিউজ সারাদিন, আত্ম শুদ্ধি, ইন্টারন্যাশনাল প্রেস নামে বাংলা হিন্দি, ইংরাজি তিনটি দৈনিক ই পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদক - ইন্ডিয়ান জালিস্ট অ্যান্ড অল এডিটরস অ্যাসোসিয়েশন। এছাড়াও রাজ্য সভাপতি -- ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের। সত্য ঘটনা তুলে ধরার জন্য তাকে নানা ভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে বর্তমানে, কখনো তার পুকুরে বিষ ঢেলে পুকুরের সব মাছ মেরে দেওয়া, কখনো তাকে রাস্তাঘাটে হেনস্থা, বিপদে ফেলার চেষ্টা, প্রাণ হানির চেষ্টা, তার উপর নানা ভাবে অবিচার করা, এমন কি জমি কেড়ে নেওয়ারও পরিকল্পনা করা হচ্ছে। মৃত্যুঞ্জয় সরদার সব সময় নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন। তাকে সব সময় কোনো না কোনো আশংকার

এরপর ৩ পাতায়

'মেরা পেহলা ভোট দেশ কে লিয়ে'

প্রচারাভিযানে পশ্চিম মেদিনীপুরের হবু শিক্ষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

কলকাতা, ৮ মার্চ, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর প্রতি মাসের বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১১০তম পর্বে প্রথমবারের ভোটদাতা সহ দেশের যুব সম্প্রদায়কে 'মেরা পেহলা ভোট দেশ কে লিয়ে' প্রচারাভিযানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। আগামী নির্বাচনে তাঁদের ভোটদানের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুব সম্প্রদায়কে সক্রিয়ভাবে এই প্রচারাভিযানে যুক্ত হতে হবে এবং অন্যদেরও এতে সামিল হতে উৎসাহিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের বিভিন্ন উচচশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এই প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রথম সারির বিএড কলেজ বিদ্যাসাগর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ-এর ছাত্রছাত্রীরা ৬ মার্চ এই প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করেন। 'মেরা পেহলা ভোট দেশ কে লিয়ে' - এই ভাবনায় তৈরি বিভিন্ন পোস্টার নিয়ে তাঁরা প্রচারাভিযানের জন্য নির্মিত সঙ্গীতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেরাও গাইলেন গানটি। কলেজে একটি সেলফি পয়েন্ট তৈরি করা হয়। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা সেলফি অর্থাৎ নিজস্বী তুলে আগামী নির্বাচনে বিপুল সংখ্যায় যুবক-যুবতীরা যাতে ভোট দিতে এগিয়ে আসেন, তার জন্য তাঁরা উৎসাহিত করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তথ্য ও সম্প্রচার এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ ঠাকুর গত ২৭ ফেব্রুয়ারি 'মেরা পেহলা ভোট দেশ কে লিয়ে' প্রচারাভিযানে যোগদানের জন্য নাগরিকদের উদ্দেশে আহ্বান জানান। তরুণ

এরপর ৩ পাতায়

আগামী সপ্তাহে হাবড়ায় জনসভা মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী সপ্তাহে ফের জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালিকে নজরে রেখে ১২ মার্চ উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের হাবরায় জনসভা করবেন তিনি। সেখান থেকে সরকারি পরিষেবা প্রদান ও একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।সেই জেলা সফরেই এবার যুক্ত হল উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা। এই এলাকা বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে। আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেড থেকে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করে দেবে তৃণমূল। আর তার পর ১২ তারিখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা হাবরায়। উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে সন্দেশখালি কাণ্ডে উত্তপ্ত উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজনীতি। দলের মধ্যেও একাধিক সমীকরণ নিয়ে জল্পনা চলছে। তার মাঝেই আগামী সপ্তাহে তৃণমূল নেত্রীর হাবরা সফর সন্দেশখালিকে নজরে রেখেই ঠিক হয়েছে বলে ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। তবে তাঁর প্রচারের আগামী সূচি এখনও ঠিক হয়নি।

সেইমতো জেলায় প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে বলে খবর। যে কোনও নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফর নতুন কিছু নয়। বিভিন্ন জেলায় একাধিকবার নানা জায়গায় জনসংযোগ করেন তিনি। আর এবার লোকসভা নির্বাচনের আগেও সেই জেলা সফর করবেন, সেটা স্বাভাবিক। তবে এবার মুখ্যমন্ত্রী নিজে সরকারি পরিষেবা প্রদান করছেন। প্রকল্পগুলির সুবিধার কথা বারবার উল্লেখ করে জনতার আরও কাছে পৌঁছচ্ছেন। ফলে এই সভাগুলি সবটাই রাজনৈতিক, তা নয়।

ধর্ষণ কাণ্ড ঘিরে রণক্ষেত্র পর্ণশ্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হঠাৎ করেই রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বেহালার পর্ণশ্রী এলাকা। একই বিষয়ে বিক্ষোভ দেখাতে এসে রীতিমতো হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন সিপিএম এবং বিজেপি সমর্থকেরা। শুধু তাই নয়, পর্ণশ্রী থানার সামনে রাস্তায় বসে পড়লেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল সহ অন্যান্য বিজেপি সমর্থকেরা। কিন্তু, একই দাবি নিয়ে পর্ণশ্রী থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে এলেও কথা কাটাকাটি শুরু হয় সিপিএম ও বিজেপির কর্মী সমর্থকদের মধ্য। ক্রমে তা গড়িয়ে যায় হাতাহাতিতে। কিছুক্ষণের জন্য কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেই গোটা চত্বর। অবশেষে পুলিশি ততপরতায় নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি।গত ৫ মার্চ পর্ণশ্রী থানা এলাকার একটি ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে গ্রেফতার করা হয় চার ব্যক্তিকে। অভিযুক্তদের নাম দেবজ্যোতি দত্ত (২০), সঞ্জয় হালদার, রথীন্দ্র নায়েক (২৪),তমোজিত সর্দার (১৯)। শুক্রবার অভিযুক্তদের আলিপুর আদালতে পেশ করা হলে আদালত অভিযুক্তদের ১৮ মার্চ পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু, এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে তৃণমূল কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ অভিজিত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের। শুক্রবার দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির দাবিতে বেহালা পর্ণশ্রী এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেন সিপিআইএম সদস্যেরা। এর কিছুক্ষণ পরেই একই দাবিতে পর্ণশ্রী থানার সামনে রাস্তায় বসে পড়লো অগ্নিমিত্রা পল সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্তে থ্রিডি লেজার স্ক্যানিং

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে কীভাবে ইডির উপর হামলা হয়েছিল, তা জানতে তৎপর সিবিআই। দুদিন দফায় দফায় চলে তল্লাশি। শুক্রবার বগটুই মডেলে সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্তে থ্রিডি লেজার স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা জানতে পেরেছিলেন ৫ জানুয়ারি শেখ শাহজাহান প্রথমে আবু হোসেনকে ফোন করেছিলেন। তাঁকে ঠিক কী নির্দেশ দিয়েছিলেন সন্দেশখালির 'বাঘ', তা জানতে সিবিআই তাঁর বাড়িতে পৌঁছয়। যদিও ৫ জানুয়ারির সন্দেশখালি ঘটনার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ফেরার

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্তে থ্রিডি লেজার স্ক্যানিং

ওই আবু হোসেন। অপরদিকে আকুঞ্জিপাড়া এলাকায় বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে শেখ শাহজাহান সম্পর্কে কথাবার্তা বলেন সিবিআই আধিকারিকরা। বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সিবিআই আধিকারিকরা কলকাতার উদ্দেশ্যে পুনরায় রওনা দেন। অন্যদিকে সিবিআইয়ের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে একাধিক নথি নিয়ে প্রবেশ করে। দীর্ঘক্ষণ তাঁরা বসিরহাট মহকুমা আদালতের দপ্তরে বন্ধ ঘরে বৈঠক করেন। দুঘণ্টা পরে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যান। সন্দেশখালি থেকে বেরিয়ে মিনাখাঁ থানায় যান সিবিআই আধিকারিকরা। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি থেকে নানা নমুনা সংগ্রহ করা হয়।থ্রিডি লেজার স্ক্যানারের মাধ্যমে ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ছবি তোলা যায়। তার ফলে নির্দিষ্ট ঘটনাস্থল সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব। ঘটনাস্থল থেকে কোন বস্তু কত দূরে রয়েছে, ঘটনাস্থলে পৌঁছনো কিংবা বেরনোর রাস্তা সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া সম্ভব। ওই ঘটনার থ্রি ডি মডেল তৈরির পর ঘটনাস্থলে না পৌঁছে ভারচুয়ালি তদন্ত করা সম্ভব।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারের পর ফের শুক্রবার শেখ শাহজাহানের সন্দেশখালির আকুঞ্জিপাড়ার বাড়িতে যায় সিবিআই। প্রায় ১৫টি গাড়িতে করে সিবিআই দল গিয়ে পৌঁছয় সেখানে। প্রথমেই সিবিআই চলে যায় শেখ শাহজাহানের মূল বাড়িতে। সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ ভিডিওগ্রাফি করা হয়। তার পর ইডির লাগানো শাহজাহানের বাড়ির তালার সিল খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন আধিকারিকরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে সেখানে চলে তল্লাশি। বাড়ির চৌহদ্দি ফিতে দিয়ে মাপজোক করা হয়। একদল সিবিআই আধিকারিক চলে যান সরবেড়িয়ায় শেখ শাহজাহান মার্কেটে। সেখানে তাঁরা শেখ শাহজাহানের অফিস খোলার নির্দেশ দেন। বাজারের কেয়ারটেকার শাহজাহানের অফিস খুলে দেন। আবার অন্য একটি দল চলে যায় সরবেড়িয়ার কাছে ডুগরিপাড়া এলাকায়। সেখানে শাহজাহানের সঙ্গী দ্বীন আলির ছেলে আবু হোসেনের খোঁজে যায় সিবিআইয়ের আরেকটি দল।

২ পাতার পর

বাসিরুল হক, জেলা প্রতিনিধি -নিউজ সারাদিন এবং রাজ্য সভাপতি ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটরস এসোসিয়েশন পক্ষ থেকে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিরাপত্তা দাবি করছে

মধ্যেই থাকতে হয়। সব সময় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন যে কখন কি বিপদ তার দরজায় এসে দাড়িয়ে থাকে । সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের সত্য সন্ধানী সত্য খবর করার জন্য তাকে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন ভাবে নিগৃহীত হতে হয়। শত অত্যাচার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা অবিচার সবকিছুই সহ্য করে সত্যের পথিক হয়ে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে বহু ভাবেই অত্যাচারিত সম্পাদক সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। তার মধ্য দিয়েই তিনি বই লিখে চলেছেন। ইতিমধ্যে তিনি চারটি বই পাঠক সমাজে উপহার দিয়েছেন। লেখক দীর্ঘ কুড়ি বছর সাংবাদিকতার উপলব্ধি, সাংবাদিকতার ঐতিহাসিক আর বর্তমান সাংবাদিকতার গুরুত্ব ও তার ভূমিকা তার লিখা বইয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে ধরেছেন। সাংবাদিকরা না থাকলে খবর সংগ্রহ কে করত? গোটা পৃথিবীর সব খবর কি হাতের মুঠোয় আসত? না কখনোই আসতোনা এটাই বাস্তব । সাংবাদিকরা আছে বলেই আজ আপনারা সারা বিশ্বের খবর ঘরে বসে দেখতে পান। সুতরাং সাংবাদিককে সকলেই সমাজের বন্ধু হিসাবে ভাবতে হবে। কারণ তারাই আপনাদের পাশে দাঁড়াবে একজন সাংবাদিক হিসাবেই। মৃত্যুঞ্জয় সরদার একজন মানবিক, নির্ভিক সৎ এবং সব সময় মানুষের পাশে থাকা একজন আন্তর্জাতিক মানের সাংবাদিক। পশ্চিম বাংলায় প্রথম সারির সাংবাদিকদের মধ্যে তিনি একজন। তিনি সকল মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেন এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে তাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করেন। তাছাড়া ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটরস এসোসিয়েশন এর সম্পাদক হিসাবে সমস্ত সাংবাদিককের পাশে দাড়ানোর চেষ্টা করেন। তিনি হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও সাংবাদিক সহ সাধারণ মানুষের অভিযোগ গুলো শুনার চেষ্টা করেন সর্বদায়। এই রকম ধৈর্যশীল সাংবাদিক খুব সহজেই খুজে পাওয়া যায়না। করোনার সময় আর্থিক সংকটে থাকা ২০ জন সাংবাদিককে সেই সময় জেলার পুলিশ সুপার অজিত সিং যাদব বাবুকে বলে প্রতিটি সাংবাদিককে দুহাজার টাকা করে ব্যবস্থা করে দেন মিরতুঞ্জয় সর্দার । তাতে ওই সাংবাদিক গুলো অত্যন্ত খুসিও হয়েছিলেন। যার এক কথায় পুলিশ সুপার রাজি হয়ে দুস্থ সাংবাদিকদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। সাংবাদিক মিরতুঞ্জয় সর্দার ধনী, দরিদ্র, জাত পাত ধর্ম বর্ণের ভিত্তিতের কাউকে আলাদা করে দেখেননা।

তিনি নিজেই একজন হত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসেছেন অনেক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। সাংবাদিক জীবনে সত্য বলার কারণে জেলও খেটেছেন মিরতুঞ্জয় সর্দার।তবে এই সৎ সাহসী সাংবাদিকের পাশে এক সময় দাড়িয়ে ছিলেন আই পি এস অজয় রানাডে। তিনি এখন রাজ্য পুলিশের এডিজি। তার সহযোগিতায় আজ মিরতুঞ্জয় সর্দার আন্তর্জাতিক মানের একজন সাংবাদিক হিসাবে দাড়িয়ে রয়েছেন। বাসিরুল হক বলেন, বর্তমানে আমি একজন নিউজ সারাদিন এবং দি ইন্টারন্যাশনাল দৈনিক পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি এবং রাজ্য সভাপতি -ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটরস এসোসিয়েশনের। এর পিছুনে মিরতুঞ্জয় সর্দারের বড়ো অবদান রয়েছে। তিনি না থাকলে হয়তো সাংবাদিক এর পেশায় আমি কোনোদিন আসতে পারতামনা। তিনি প্রায় ১০ বছর ধরে হাতে কলমে শিখিয়ে আমাকে শিশুর মতোই বড়ো করেছেন সাংবাদিক জীবনে। হয়তো এটা অন্য কাউরির কাছে এত আশা করতামনা বা অন্য কেউ পাশে দাঁড়াবে বলে কোনোদিন মনেও হয়নি। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় সরদার এমন একজন সাংবাদিক যিনি আমাকে ট্রেনিং দিয়ে সাংবাদিক হিসাবে নিয়ে এসেছেন সবার সামনে যেটা কোনোদিন আমি ভাবতে পারিনি। তবে এই রকম নির্ভিক সৎ সাহসী সাংবাদিক দেশের প্রয়োজন। সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয়কে পেয়ে আমি নিজেকে গর্ব অনুভব করি এখনো। এদিকে বাসিরুল হক জেলা প্রতিনিধি -নিউজ সারাদিন এবং রাজ্য সভাপতি ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটরস এসোসিয়েশন পক্ষ থেকে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিরাপত্তা দাবি করছে।

১-ম পাতার পর

ইডি পেটানোর সময় শাহজাহানের ফোনে কোন বিধায়কের ফোন

রকম মারপিট-ভাঙচুর, ইডিকে মারধর যাতে না হয়, দলের থেকে আমাকে বলছে। ও ও শুধু বলেছে, আমি তো জানি না, আমি ছিলাম না, এইটুকু বলেছে।' গত ৫ জানুয়ারি ঘটনার দিন শাহজাহানের দুটি মোবাইলের কল লিস্ট ও ইডি অফিসারদের বয়ান এই দুই সামনে রেখে চলছে সাঁড়াশি জিজ্ঞাসাবাদ। শাহজাহানের বিপুল সম্পত্তি, ব্যবসার বিষয়েও সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ জারি রয়েছে। আগামীকাল শাহজাহানকে বসিরহাট আদালতে পেশ করা হবে। ইডির ওপর হামলার ঘটনায় ফের একবার শাহজাহানকে নিজেদের হেফাজতে নিতে চাইবে সিবিআই। এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

১-ম পাতার পর

তালা খুলে শাহজাহানের বাড়িতে ঢুকল সিবিআই

শেখ শাহজাহান মার্কেটে সিবিআই। -নিজস্ব চিত্র

ক্যামেরাবন্দি করা হচ্ছে বিভিন্ন মুহূর্ত। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন দুই ইডি আধিকারিকও। ইডির সঙ্গে কথা বলেই তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

আক্রান্ত ইডি আধিকারিকেরাই সন্দেশখালিতে সিবিআইয়ের সঙ্গে রয়েছেন। তাঁরা হাত নেড়ে কোন দিন থেকে কী ভাবে আক্রমণ হয়েছিল, তা সিবিআই এবং কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক আধিকারিকদের বোঝাচ্ছেন। তার স্কেচ এবং ভিডিয়োগ্রাফি করা হচ্ছে। এ ছাড়া, শাহজাহানের বাড়ির সামনে আকুঞ্জীপাড়া মোড় এলাকায় রাস্তার মাপজোক করতেও দেখা গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকদের।

এর পর সিবিআই যায় সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান মার্কেটে। সেখানে শাহজাহানের একটি অফিস ছিল। আগের দিনও সেখানে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা। স্থানীয়েরা জানিয়েছেন, ৫ তারিখের ঘটনার পর থেকেই এই অফিস বন্ধ রয়েছে। এ বিষয়ে আর কেউ কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন। এই অফিসের তালার চাবি সিবিআইয়ের কাছে নেই। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলছেন আধিকারিকেরা। তবে বাজারে কাউকে ভিড় করতে দেওয়া হচ্ছে না।

কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। ওই ঘটনার অন্যতম মূল অভিযুক্ত শাহজাহান এখন তাদের হেফাজতে রয়েছে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দিনভর শাহজাহানকে জেরা করেছেন সিবিআই আধিকারিকেরা। তার পরেই শুক্রে তাদের দল পৌঁছে গিয়েছে সেই শাহজাহানের ডেরায়।

বৃহস্পতিবার নিজাম প্যালেসে গিয়েছিলেন ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর গৌরব ভারিল। গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। দুপুরের দিকে ইডির আরও এক কর্তা নিজামে গিয়েছিলেন। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করে থাকতে পারে সিবিআই।

শাহজাহানের বাড়িতে এর আগে দু'বার গিয়েছিল ইডি। প্রথম বার তারা ঢুকতেই পারেনি। বাইরে থেকে শাহজাহানের অনুগামীদের হাতে মার খেয়ে ফিরতে হয়েছিল কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের। দ্বিতীয় বার শাহজাহানের বাড়িতে তালা ভেঙে ঢোকে ইডি। ফাঁকা বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর বাড়িটি সিল করে দিয়ে যায় ইডি। শুক্রবার সেই সিল খোলা হল।

১-ম পাতার পর

পাচারচক্রের হদিশ পেল সিবিআই

পাচারচক্রের হদিশ পেয়েছে। জানা গেছে, ভারত থেকে যুবকদের রাশিয়া পাঠানোর পিছনে রয়েছে একটি গ্যাং। অনেক টাকা বেতনের লোভ দেখিয়ে তারাই ওই যুবকদের সঙ্গে প্রতারণা করে।

এক সপ্তাহ আগেই গুজরাতের এক তরুণের মৃত্যুর খবর এসেছিল রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। হায়দরাবাদের এক যুবকের পরিণতিও এক। এইসব ঘটনার পরই কেন্দ্রীয় এজেন্সির তরফে একটি মামলা রুজু করা হয় এবং সেই প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু হয়। দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, আম্বালা সহ দেশের ১০টি শহরে অভিযান চালিয়েছিল সিবিআই। একাধিক শহর থেকেই সন্দেহজনক কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে তাঁরা। এছাড়া কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা নগদ সহ উদ্ধার করা হয়েছে একাধিক ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন। সিবিআই মনে করছে, এই পাচারচক্র বিভিন্ন জায়গা থেকে কম বয়সী যুবকদের টার্গেট করে, তাদের চাকরির লোভ দেখিয়ে প্রথমে রাশিয়া পাঠিয়ে দেয়। তারপর অজান্তেই তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সামিল হয়ে যান। যদিও গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এটা এখনও স্পষ্ট নয় যে, সকলেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান কিনা। অনুমান, কেউ কেউ স্বেচ্ছায় যেতে পারেন। সন্দেহজনক যাদের পাকড়াও করা হয়েছে তাদের জেরা করে মূল বিষয়টি জানার চেষ্টায় তাঁরা।

তদন্তে ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে ফয়সল খান নামটি। সিবিআই জানতে পেরেছে, জোর করে রাশিয়া পাঠানোর যে অভিযোগ পরিবারগুলি করেছে তারা এই ফয়সল খানের কথা জানিয়েছে পুলিশকে। ফয়সলই সিকিউরিটি গার্ড বা শ্রমিকের চাকরি দেওয়ার নামে একাধিক যুবককে রাশিয়া পাঠিয়েছে বলে অভিযোগ।

মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এই মহা উৎসব সকলের জীবনে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটাক এবং অমৃতকালে দেশ যে সংকল্পগুলি নিয়েছে, তা বাস্তবায়নে নতুন শক্তি প্রদান করুক - এই প্রার্থনা করি।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে দেশে আমার সকল পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক শুভকামনা জানাই। এই মহা উৎসব সকলের জীবনে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটাক এবং অমৃতকালে দেশ যে সংকল্পগুলি নিয়েছে, তা বাস্তবায়নে নতুন শক্তি প্রদান করুক - এই প্রার্থনা করি। জয় ভোলেনাথ"!

নারী দিবসে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা করে কমানোর কথা ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নারী দিবসে সিলিন্ডার পিছু এলপিজি-র দাম ১০০ টাকা করে কমানোর কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, এর ফলে দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ পরিবারের আর্থিক বোঝা কমবে, বিশেষত আমাদের নারী শক্তি উপকৃত হবে। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন:

"আজ নারী দিবসে আমাদের সরকার এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ পরিবারের আর্থিক বোঝা কমবে, বিশেষত আমাদের নারী শক্তি উপকৃত হবে।

রান্নার গ্যাসের দাম আরও ব্যয়সাশ্রয়ী করার মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য হল, পরিবারের কল্যাণ সাধন করা এবং একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সুনিশ্চিত করা। নারীর ক্ষমতায়ন এবং তাঁদের 'জীবনযাত্রার সরলীকরণ'-এর অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

২ পাতার পর

'মেরা পেহলা ভোট দেশ কে লিয়ে' প্রচারাভিযানে পশ্চিম মেদিনীপুরের হবু শিক্ষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

ভোটারদের তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে উৎসাহিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। শ্রী ঠাকুর 'মেরা পেহলা ভোট দেশ কে লিয়ে' প্রচারাভিযানের জন্য তৈরি একটি গান সামাজিক মাধ্যম এক্স-এও সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৬৭ সংখ্যা ০৯ মার্চ, ২০২৪ শনিবার ২৫ ফাল্গুন, ১৪৩০

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে

প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নারীশক্তির ক্ষমতা, সাহস এবং সহনশীলতাকে কুর্নিশ জানিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্যের প্রশংসা করেছেন তিনি। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানাই! আমরা নারীশক্তির ক্ষমতা, সাহস এবং সহনশীলতাকে কুর্নিশ জানাই, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্যের প্রশংসা করি। শিক্ষা, শিল্পোদ্যোগ, কৃষি, প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গত এক দশক ধরে আমাদের সাফল্যগুলির মাধ্যমে তা প্রতিফলিত হয়।"

সম্পাদকীয়

কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ১২২ শতাংশ

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কমিটি ২০২৪-২৫ মরশুমের জন্য কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে অনুমোদন দিয়েছে। কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (টিডিএন-৩ পূর্ববর্তী টিডি-৫ শ্রেণীর অনুরূপ) ২০২৪-২৫ মরশুমের জন্য কুইন্টাল প্রতি ৫,৩৩৫ টাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর ফলে সর্বভারতীয় ওজন যুক্ত গড় উৎপাদন খরচের ৬৪.৮ শতাংশ ফেরত নিশ্চিত হবে। ২০১৮-১৯ সালের বাজেটে সরকারি ঘোষণা মতো কম করে ১.৫ গুণ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির নির্ধারণ সূত্র মেনেই করা হয়েছে। কৃষি মূল্য ও দাম (সিএসিপি) আয়োগের প্রস্তাব মাফিক এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত মরশুমের তুলনায় ২০২৪-২৫ সালে কাঁচা পাটের কুইন্টাল প্রতি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ২৮৫ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

২০১৪-১৫ সালে কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য যেখানে ছিল প্রতি কুইন্টাল ২৪০০ টাকা ২০২৪-২৫ সালের জন্য তা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়াঁলো কুইন্টাল প্রতি ৫৩৩৫ টাকা। এই বৃদ্ধির পরিমান ১২২ শতাংশ।

২০২৩-২৪ চলতি মরশুমে সরকার রেকর্ড পরিমান ৬.২৪ লক্ষেরও বেশি কাঁচা পাটের গাঁট সংগ্রহ করেছে। এর মূল্য ৫২৪.৩২ কোটি টাকা। এতে ১.৬৫ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন।

ভারতীয় পাট নিগম কেন্দ্রীয় সরকারের নোডাল এজেন্সি হিসেবে পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে আর্থিক সমর্থন এবং কোন রকম ক্ষতির ভার বহন করে থাকে। কোন রকম ক্ষয় ক্ষতি কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে পুষিয়ে দেয়।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই সরস্বতী পূজার দিনেই অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী পরিবারের শিশুদের হাতেখড়ি দেওয়া হয়। এই নিয়মটি প্রাচীন আমলেও ছিল, এখনো আছে।তাই সরস্বতী পূজা শুধু শিক্ষার্থী আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই সরস্বতী দেবী বা বিদ্যাদেবীর পূজা, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি মহল্লায়, প্রতিটি শহরের আনাচে-কানাচেই হয়ে থাকে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

ঈশ্বর নিয়ে এমন ভাবে প্রচলিত আছে জন্মের পর হইতে মানুষ ঈশ্বরই শব্দটাই শুনে আসছে। তাই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং ভরসা আর তার অনুভূতি পেয়ে থাকে মানুষ প্রায় ৯০ শতাংশ। মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঈশ্বরের সঙ্গে সংস্পর্শ তৈরি হয়, অতি এবং অনিবার্য। তার থেকে জন্ম নেয় ভক্তি, সাধন ভজন আর উপলব্ধির একান্ত বিশ্বাস। এসব কিছু

মানুষ মায়ের পেটে থেকে শিখে আসে না!জন্ম নেওয়ার পর থেকেই এই পৃথিবীর বুকে বড় হওয়ার সময় তার বিবেক, বুদ্ধি ,বিবেচনা, বিশ্লেষণ মধ্য দিয়ে সঠিক শিক্ষা অর্জন করে ।পৃথিবীর বুকে যত পাণ্ডিত্য জন্মগ্রহণ করেছে, তারা জন্মানোর পর হইতে পণ্ডিত হয়নি। তাদের শিক্ষা এবং কর্ম আর ধৈর্য্য পাণ্ডিত্য জায়গায় নিয়ে গেছে, সমাজের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের চিরাচরিত ইতিহাস তাই বলছে।আমাদের সমাজের সঠিক শিক্ষা এবং দীক্ষার অভাব আছে,।সব মানুষ সঠিক শিক্ষা যদি শিক্ষিত হয় ,তাহলে আমাদের সমাজ অনেক উন্নতি হবে।আজো এই সমাজে এমন মানুষ আছে যাদের পুঁথিগত শিক্ষা অনেক উচ্চস্থানে লাভ করেছে, কিন্তু মানবিকতার সামাজিক শিক্ষা তারা অনেকটাই পিছিয়ে।সেই কারণে আমরা সবাই জঘন্যতম সামাজিক ব্যাধি আজও শিকার হচ্ছি । আমরা সবকিছু জেনে বুঝে কেমন যেন নির্বাক, নিজের স্বার্থের বাইরে কিছু ভাবতে পারিনা আমার।চিরাচরিত ইতিহাস বলছে বেশিরভাগ মানুষ স্বার্থনেশি, নিজের স্বার্থ ছাড়া ভাবতে পাড়ার মতন বিবেক শক্তি অনেকের নেই।সেই কারণে বিশ্বজুড়ে আজ মহামারি আকার ধারণ করেছে, তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে আধ্যাত্বিক দিক দিয়ে।পৃথিবীতে যখন পাপের ভরপুর হয়েছে ,তখনই পৃথিবীর কোনো না কোনো কারণে ধ্বংস করেছে পৃথিবীর রক্ষা কর্তা।তিনি এই ব্রম্ভান্ডের সর্বত্র বিরাজমান ছিল, তেমনই বহু তথ্য উঠে এসেছে আমার অনুসন্ধান বা গবেষণাতেই।ইচ্ছা শক্তির বিরঃদ্ধে গিয়ে, হয়তো অনেকেই অনেক কিছু করতে বাধ্য হয়েছে।কিন্তু ইচ্ছাশক্তির মানুষের বড় করার মহৌষধি।যার ইচ্ছা শক্তি যতটা বেশি, সে ততো বেশি গভীরে গিয়ে তার নিজের কর্ম দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছে তার প্রতিষ্ঠিত জায়গা।পৃথিবীতে ইচ্ছাশক্তি প্রবল এক মহামানবের জন্মগ্রহণ হয়েছিল, পৃথিবী আজব তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। তৎকালীন সময়ে পৃথিবী সম্পূর্ণ জলে ভরা, তেমনি কথা পৌরাণিক ভাবে কিছু পাঠ্যপুস্তক ও কাগজে লিপিবদ্ধ আছে।তাই আমাদের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগেকার ইতিহাস ও আমরা আজও জানতে পারি। সেই কারণে আর সেই তথ্য খুঁজতে গিয়েই বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য বেরিয়ে আসে যা আজও হিন্দু সনাতনী ধর্মের সঙ্গে অনেকটাই মিল আছে। প্রাচীন সনাতনী ধর্ম অবলম্বী কিছু মানুষ তাদের কর্ম, শিক্ষা, ও ধর্ম সংস্কৃতিবান দিয়ে তাদের নিজেরাই আজ সত্যের পথের পথিক হয়ে ঈশ্বরের পরিণতি হয়েছে। আজ আমরা যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি এটা কতটা সঠিক পথ, তা হয়তো আমাদের অনেকের অজানা। ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা,তৎকালীন যুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু ব্যক্তি যুদ্ধ এবং বিগ্রহ শামিল হয়েছিল।ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বয়ং নিজেই আবির্ভূত হয়েছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে,এই থেকে জন্ম হয় পৃথিবীর বুকে রাজনীতি। আর এই রাজনীতি করেছিল স্বয়ং ভগবান শিব নিজেই,সেই নাই প্রতিষ্ঠা করার রাজনীতি আজ আর আমরা এখন দেখতে পাই না।আসলে এ কথাটি বলার মতন বা লেখার মতন ইচ্ছা আছে আমার ছিলনা। কিন্তু আমি সমাজের বহু তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বারবার উপলব্ধি করেছি, রাজনীতির জন্ম সূত্রপাত কোথা থেকে তাই এ কথাটি লিখতে বাধ্য হলাম।এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবাদিদেব মহাদেব তিনি সত্য ন্যায় পথিক ছিলেন,এই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেবাদিদেব নিজেই রাজনীতি করেছিল এই থেকে রাজনীতির সূত্রপাত।তবে রাজনীতি নিয়ে আজ লেখার কোন বিষয় বস্তু নয়, গবেষণার তথ্য অনুযায়ী এ কথাটি লিখতে বাধ্য হয়েছি। ফিরে আসি দেবাদিদেব মহাদেবের আদি কথাতে, শিবের আরাধনা করে বহু মানুষ বহু উপকৃত হয়েছে। তেমনি তথ্য বিশ্বজুড়ে বিরাজমান। বেকার দের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় না তারা যতই শিক্ষিত হোক না কেন। বেকাররা সমাজ ও আত্মীয় পরিজন দের কাছে বোঝা। বেকার দের সঙ্গে কেউ কথা বলেনা উৎসাহ দেয় না। বেকারত্ব হল সমাজের অভিশাপ। আর এই অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে শিবের সরনাপন্ন হওয়া একটা পথ। কারন দেবাদিদেব মহাদেব অল্প তে সন্তুষ্ট হন। তাই মহাদেবের নাম জপ করুন বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। মহাদেবের বিভিন্ন নাম রয়েছে এই বিশেষ নামগুলির স্থানভেদে বিভিন্ন মাহাত্ম্য রয়েছে,এই নামগুলি জপ করার ফলে অনেক সাফল্য যেমন আসবে তেমন বেকারত্বও কাটবে এবং তা নিম্নে আলোচনা করা হল। সবটাই আমাদের কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে বেশ অনেক তথ্যই রয়েছে যা অনেকেরই আজও অজানা। এই সমস্ত গোপন তথ্য আপনার জীবনেও মিরাকেল ঘটাতে পারে। এমনই বেশ কিছু গোপন তথ্য রয়েছে শিব এবং পার্বতীকে নিয়েও। শিব হলেন হিন্দু ধর্মের প্রধান তিন দেবতার মধ্যে অন্যতম। তিনি সমসাময়িক হিন্দুধর্মের তিনটি সর্বাধিক প্রভাবশালী শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা। শিব হলেন ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়ের দেবতা। কথিত আছে, শিব কৈলাস পর্বতে সন্নাসীর জীবনযাপন করে। আবার গৃহস্থে তিনিই পার্বতীর স্বামী। পার্বতী হিন্দু দেবী দুর্গার একটি রূপ। তিনি শিবের স্ত্রী এবং আদি পরাশক্তির এক পূর্ণ অবতার। তিনি গৌরি নামেও পরিচিত। শিব জীবনের বিভিন্ন সময়ে পার্বতীকে এমন অনেক মূল্যবান কথা বলেছিলেন যা আজও অনেকেরই অজানা। তবে আমরা এটা সবাই জানে তেত্রিশ কোটি দেবতার একেক জনের একেক রকমের বেশ। তবে এর মধ্যে শিব ঠাকুরের পোশাক কিন্তু বেশ 'ইউনিক'। বাঘছালকে পোশাক হিসেবে পরতে দেখা যায় একমাত্র তাঁকেই। মাথায় জটা, জটায় সাপ আর পরনে বাঘছালই অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে দেয় শিব ঠাকুরকে।শিবের কাহিনি অনাদি কালের। হরপ্পা সভ্যতায় পূজা পেতেন এক যোগী পশুপতি। পরবর্তী কালের আর্য ঋষিরা পশুপালক ভেষজরক্ষক একাদশ রুদ্রের স্তোত্র রচনা করেছেন। আর্য ঋষিরা কিন্তু লিঙ্গ-উপাসক শিশ্নদেব, উন্মত্তবৎ আচরণ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

৬ বছরের ছোট গায়কের সঙ্গে বাগদানের গুঞ্জন, যা বললেন অভিনেত্রী সোহিনী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মডেল-অভিনেতা রণজয়ের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানার পর গায়ক শোভন গাঙ্গুলির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন ওপার বাংলার অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, অভিনেত্রীর জন্ম ১৯৮৭ সালের ৬ই মার্চ। অন্যদিকে তার প্রেমি শোভনের জন্ম ১৯৯৩ সালে। বয়সে প্রেমিকার চেয়ে ৬ বছরের ছোট শোভন। এই শোভনের গলাতেই নাকি মালা দিতে চলেছেন তিনি। টলিপাড়ার খবর, সম্প্রতি বিদেশে ছুটি কাটাতে গিয়ে বাগদান সেরেছেন এই যুগল।

যদিও শোভন বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তবে বাগদান-বিয়ে নিয়ে গুঞ্জনের বিষয়ে মুখ খুলেছেন সোহিনী সরকার। গায়ক শোভনের সঙ্গে বাগদানের বিষয়ে সোহিনী সরকার ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে বলেন, 'আমার অনামিকার কোনো আংটি দেখা যাচ্ছে না তো! আসলে হঠাৎ এটা রটে যাওয়ার পর আমার মা ফোন করে জানতে চান, সত্যিটা কী।'

শোভনকে কি বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সোহিনী সরকার বলেন, 'চারপাশে অনেক বিয়ে হচ্ছে। তবে আমার মনে হয়, বিয়ে দেখে বিয়ে করে নেওয়া সাংঘাতিক ব্যাপার। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। নিশ্চয়ই ভালো কিছু হবে। আসলে আমরা ভাবি যে, আমরা একা একাই সব করছি। কিন্তু আমাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা করাই থাকে, আমরা শুধু বাস্তবায়ন করি।'

আপনার জীবনে প্রেম এসেছে আবার প্রেম ভেঙেছে। কখনো থিতু হওয়ার কথা ভাবেননি? জবাবে সোহিনী বলেন, 'জন্মের পর থেকেই আমরা থিতু হতে চাই। ভাঙতে আমরা কেউই চাই না। তবে প্রকৃতির নিয়ম, সবকিছু এক সময় ভেঙে যায়।'

২০০৬ সালে টিভি ধারাবাহিকের মাধ্যমে অভিনয়ে পা রাখেন সোহিনী সরকার। তারপর 'ওগো বধূ সুন্দরী', 'অদ্বিতীয়া', 'ভূমিকন্যা' ধারাবাহিকে অভিনয় করেন। তবে ২০১১ সালে 'অদ্বিতীয়া' ধারাবাহিকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করে নজর কাড়েন তিনি।

২০১৩ সালে 'রূপকথা নয়' সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে সোহিনী সরকারের। একই বছর 'ফড়িং' সিনেমায় অভিনয় করে নজর কাড়েন তিনি। এক বছরের বিরতি নিয়ে 'ওপেন টি বায়োস্কোপ' সিনেমায় অভিনয় করেও খ্যাতি কুড়ান। তারপর 'রাজকাহিনী', 'হর হর ব্যোমকেশ', 'বিবাহ ডায়েরিজ' সিনেমায় অভিনয় করে প্রশংসা কুড়ান। ২০১৯ সালে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে পা রাখেন এই নায়িকা। বেশ কিছু জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজেও অভিনয় করেছেন তিনি।

কত টাকা পুরস্কার পেলেন 'ইন্ডিয়ান আইডল' বিজয়ী বৈভব?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জনপ্রিয় টিভি রিয়েলিটি শো 'ইন্ডিয়ান আইডল'র ১৪তম আসরে বিজয়ী হয়েছেন বৈভব গুপ্তা। গতকাল রবিবার রাতে গ্র্যান্ড ফিনালে পর্বে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এই বিজয়ের মাধ্যমে কেবল ইন্ডিয়ান আইডল খেতাবই নয়, সঙ্গে আরও অনেক কিছুই পেয়েছেন বৈভব। ইন্ডিয়া টুডের তথ্য অনুসারে, কানপুরের গায়ক বৈভব গুপ্তা ট্রফির পাশাপাশি প্রাইজ মানি বাবদ পেয়েছেন ২৫ লাখ টাকা।

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বৈভব গুপ্তা বলেন, 'ইন্ডিয়ান আইডল-১৪'-এর ট্রফি বিজয় অবাস্তব মনে হচ্ছে! উত্তরাধিকার হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ এই শো এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্মানের। এই জার্নিটা আনন্দে ভরা ছিল। অনেক আবেগ, চ্যালেঞ্জ এবং অবিস্মরণীয় কিছু মুহূর্ত রয়েছে। আমাকে বিশ্বাস করার জন্য আমি প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ, যারা আমাকে তাদের প্রজ্ঞা দিয়ে বিচার করেছেন, পথ দেখিয়েছেন, আমার টিম আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সহযোগিতা করেছেন। সর্বোপুরি, দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে আমার লক্ষ্যপূরণে পথ এগিয়ে দিয়েছেন।'

এদিকে, এ প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় রানার-আপ বিজয়ী শুভদীপ দাস চৌধুরী ও পিয়ুষ পানওয়ার ট্রফির পাশাপাশি ৫ লাখ রুপির চেক পেয়েছেন। এ প্রতিযোগিতায় অনন্যা পাল তৃতীয় রানার-আপ নির্বাচিত হয়েছেন। তাকে ৩ লাখ রুপির চেক প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এবারের আসরের গ্র্যান্ড ফিনালে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন- কুমার শানু, শ্রেয়া ঘোষাল, বিশাল দাদলানি।

এই পথ পাড়ি দিতে আমার কাছে ৩৫ বছর আছে: শাহরুখ

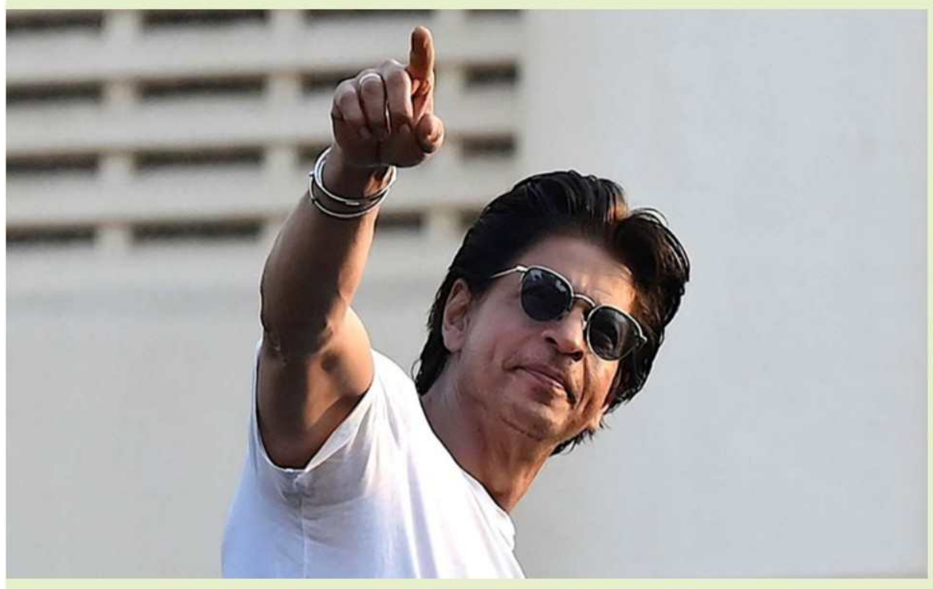

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। তার বয়স এখন ৫৮ বছর। দীর্ঘ অভিনয় ক্যারিয়ারে অসংখ্য দর্শকপ্রিয় সিনেমা উপহার দিয়েছেন। শূন্য থেকে শুরু করা এই অভিনেতা মানুষের ভালোবাসা যেমন পেয়েছেন, তেমনি কুড়িয়েছেন অর্থ-খ্যাতি।

শাহরুখ অভিনীত 'জিরো' সিনেমা ২০১৮ সালে মুক্তি পায়। কিন্তু বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে এটি। এরপর কয়েকটি সিনেমায় ক্যামিও চরিত্রে দেখা যায় তাকে। আর এই সময়ে নিন্দুকেরা বলতেন শাহরুখের ক্যারিয়ার শেষ। কিন্তু গত বছর সব ধারণা বদলে দেন শাহরুখ। 'রোমান্টিক হিরোর' খোলস পুরোপুরি ছাড়াতে সক্ষম হন তিনি। সেই সঙ্গে দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন 'অ্যাকশন হিরো' হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন।

ক্যারিয়ারের এ পর্যায়ে অবসর নেওয়ার বিষয়ে ঠিক কী ভাবছেন শাহরুখ খান? সম্প্রতি দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিট ২০২৪'-এর মঞ্চে এ প্রশ্নের মুখে পড়েন শাহরুখ খান।

শাহরুখ খান আরো ৩৫ বছর অভিনয় করতে চান। তা জানিয়ে এই অভিনেতা বলেন, 'আমি আমার ক্যারিয়ার শেষ করতে চাই, যা এখন থেকে অনেকটা দূরে; এই পথ পাড়ি দিতে আমার কাছে আরো ভালো ৩৫ বছর আছে। সত্যি সত্যি আমি এমন একটি সিনেমা নির্মাণ করতে চাই, যা গোটা পৃথিবীর মানুষ ভালোবাসবে। এরপর এরকম বড় কোনো মঞ্চে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না, কেন তুমি ক্রসওভার অভিনেতা হওনি। এটি আমার স্বপ্ন।'

দীর্ঘ ৪ বছর পর ২০২৩ সালে রাজকীয়ভাবে বড় পর্দায় ফিরেন শাহরুখ খান। এ বছর তিনটি ব্লকবাস্টার হিট সিনেমা উপহার দেন তিনি। এগুলো হলো - 'পাঠান', 'জওয়ান' ও 'ডাঙ্কি'।

ক্যানসারে মারা গেছেন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রুনু দত্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের শ্রোতাপ্রিয় রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী রুনু দত্ত ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তার মৃত্যুর খবর গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন সংগীতশিল্পী দেবজ্যোতি মিশ্র। রুনু দত্ত ছিলেন প্রয়াত সুমিত্রা সেনের ছাত্রী। তার কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত সংগীতের সুর সবার মন ছুঁয়েছে।

দেবজ্যোতি মিশ্র মৃত্যুর খবর জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, রুনুদি চলে গেলেন, রুনু দত্ত। শ্রাবণী খবরটা দিল। আমার মনটা এক মুহূর্তেই চলে গেল সেই 'গানের ওপারে'র দিন গুলোতে। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে করা একটা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ঋতু, ঋতুপর্ণ আর আমার।

তিনি আরও লেখেন, যখন করে ছিলাম তখন বুঝতে পারিনি কিন্তু পরবর্তী সময়ে অনেক মানুষ বলেছেন এর কথা। এবং এটা সম্ভব হয়ে ছিল যে দুজন মানুষের জন্য তারা শ্রাবণী এবং রুনুদি। রনুদি ছিলেন সুমিত্রা সেনের একেবারে প্রথম তিনজন ছাত্রীর একজন।

রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রুনু দত্তর মৃত্যুতে ভারতের সংগীত ভুবনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আমাকে নিয়ে লোকের এত সমস্যা কেন: শ্রাবন্তী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোশ্যাল মিডিয়ায় দারুণ সরব শ্রাবন্তী। কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনের নানা মুহূর্তের ছবি এ মাধ্যমে শেয়ার করে থাকেন তিনি। আর এসব বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে সমালোচনার মুখে পড়েন শ্রাবন্তী। কখনো কখনো 'নোংরা' আক্রমণ করতেও ছাড়েন না নেটিজেনরা। কিন্তু এসব বিষয় কীভাবে দেখেন শ্রাবন্তী?

ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শ্রাবন্তী। তার ভাষায়- 'সমালোচনা সবাইকে নিয়ে হয়। যার নাম আছে, তার বদনামও আছে। মানুষ হিসেবে একসময় এগুলো হলে খারাপ লাগত। মনে হতো, আমাকে নিয়েই কেন এমন হচ্ছে। কারো কারো স্বভাবই লোকজনকে নিয়ে সমালোচনা করা। এখন আর এসবে কিছু যায়-আসে না। কারণ আমি জানি, জীবন খুব অনিশ্চিত। আজ আছি, কাল নেই। বর্তমানে বাঁচি। ভবিষ্যতে ভগবান আছে, ভালোবাসার মানুষদের আশীর্বাদ আছে। সেটা ধরেই চলছি। কাজের প্রতি ভালোবাসা আর নিজের সততা আছে। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জীতু কমলের সঙ্গেও শ্রাবন্তীর সম্পর্ক নিয়ে কথা উঠেছিল অভিনেতার বিচ্ছেদের সময়। সেটা কি প্রভাবিত করেছিল? শ্রাবন্তী বলেন, ও এটা খুবই হাস্যকর। আমি জানি না, আমাকে নিয়ে কেন এত লোকের সমস্যা। লন্ডনে আমরা দুটো সিনেমার শুটিং করেছিলাম, যেখানে জীতুর প্রাক্তন স্ত্রীও গিয়েছিল। ওর সঙ্গেও আমি অনেক ঘুরেছি। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করেছি। যখন আমাকে নিয়ে এই কথা উঠেছিল, আমি খুব হেসেছিলাম। আমি জানি সত্যিটা কী! এরকম কোনো ব্যাপারই নয়। লোকে যা ভাবছে ভাবুক।

তৃতীয় স্বামী রোশান সিংয়ের সঙ্গে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়েবিচ্ছেদ হয়নি শ্রাবন্তীর। তবে দীর্ঘ দিন ধরে আলাদা থাকছেন তারা। মাঝে ব্যবসায়ী বন্ধু অভিরূপ চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি। কিন্তু এ সম্পর্ক ভেঙে গেছে। এরপর ফিটনেস ট্রেইনারের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন বলে গুঞ্জন উঠেছিল। এ গুঞ্জনের ভাটা পড়া পর শ্রাবন্তীর নাম জড়ায় পরিচালক শুভ্রজিতের সঙ্গে।

ক্রিকেটের তিন মোড়ল ও আইসিসির কঠোর সমালোচনায় উইন্ডিজ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আইসিসি ও ক্রিকেটের তিন মোড়লের (ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড) বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ তুলেছেন ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান নির্বাহী জনি গ্রেভ। তার দাবি, আইসিসি ও বড় দলগুলো সবকিছু দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

কয়েক সপ্তাহ আগেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ২৭ বছর পর টেস্ট জিতেছে ক্যারিবীয়রা। উইজডেন ক্রিকেট মান্থলির পডকাস্টে ডেনিয়েল গ্যালানের সঙ্গে আলাপে গ্রেভ বলেন, 'সবাই একটা কথা খুব করে বলে যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দরকার। কিন্তু আমরা যেটা অনুভব করি, সেটা হচ্ছে, বিশ্ব ক্রিকেট তাদের সব রকম চেষ্টা করছে যাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর কখনোই শক্তিশালী হতে না পারে।'

বেশ কিছুদিন ধরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে ক্রিকেটার সবাই সোচ্চার আইসিসির নীতির বিরুদ্ধে। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসির আর্থিক কাঠামোর সরাসরি সমালোচনা করতেও দ্বিধা করছেন না তারা। বিগ থ্রির দাপটে অন্যান্য দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, সেই কথাই বারবার বলার চেষ্টা তাদের। একটা সময় ক্রিকেট বিশ্বে ছড়ি ঘুরিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। স্যার গ্যারি সোবার্স, ভিভ রিচার্ডস, ক্লাইভ লয়েড, ম্যালকম মার্শাল, জোয়েল গার্নাররা মিলে জিতিয়েছিলেন প্রথম দুই বিশ্বকাপ। এরপর সেই হাল ধরেছিলেন কার্ল হুপার, ব্রায়ান লারা, কার্টলি অ্যামব্রোস কিংবা কোর্টনি ওয়ালশরা। ক্যারিবীয়রা সবশেষ ১৯৯৬ সালে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলেছিল। ওয়ানডে ক্রিকেটের আরেক বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি তারা জয় করেছিল ২০০৪ সালে। এরপর ২০০৬ আসরে খেলেছিল সেমিফাইনাল। এরপর থেকে ওয়ানডে ফরম্যাটে বলার মত সাফল্য নেই দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। এমনকি ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য কোয়ালিফাই করতে পারেনি। এবার আবার নতুন করে সেই আর্থিক ইস্যু সামনে আনলেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের কর্তা। উইজডেনের এক পডকাস্টে জনি গ্রেভ বলেন, 'বিশ্ব ক্রিকেটে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দরকার- আমার মনে আমরা সবাই এই উক্তিতে বিরক্ত।' তিনি বলেন, 'আমরা অনুভব করি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট যেন আর শক্তিশালী না হয়ে উঠতে পারে সে জন্য বিশ্ব ক্রিকেটের প্রতিটি স্তরে যা যা করা প্রয়োজন, সেটাই করছে তারা।'

বিশ্ব ক্রিকেট কিভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পিছিয়ে দিচ্ছে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটকে আগের মতো শক্তিশালী করে তোলাটা অসম্ভব নয়। তেমনি আইসিসি থেকে আরেকটু আর্থিকভাবে সাহায্য পাওয়াটা বড় কোনো বিষয় নয়। আইসিসি হয়তো তহবিল বাড়িয়েছে, কিন্তু আমাদের লভ্যাংশের হার সাত শতাংশ থেকে পাঁচ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। এটা আমাদের আরও বড় বাধার কারণ।'

এর আগে বিশ্বকাপ চলাকালে ভারতের মাটিতেই আইসিসির আর্থিক কাঠামোর সমালোচনা করেছিলেন উইন্ডিজের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড। লয়েড বলেছিলেন, 'আমি মনে করি, সবার সবকিছুর সমান ভাগ পাওয়া উচিৎ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তাকান ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কি লিভারপুলের চেয়ে বেশি অর্থ পায়? আর্সেনাল কি চেলসির চেয়ে বেশি পায়? না, তারা সমান ভাগ পায়।'

আইপিএল 'বলিউড' নয়, কেন বললেন গম্ভীর?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চলতি মাসের ২২ তারিখ থেকে শুরু হবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল)। আসর শুরুর আগেই কলকাতা নাইট রাইডার্স ক্রিকেটারদের সতর্ক করেছেন দলটির মেন্টর গৌতম গম্ভীর। আইপিএলকে বলিউডের মতো না নিয়ে সিরিয়াস হয়ে খেলার কথা জানান তিনি।

স্টার স্পোর্টসকে গম্ভীর জানান, 'আইপিএলের প্রথম দিনেই আমি এটা পরিস্কার করেছি যে, আমি অনেক সিরিয়াস। এটা বলিউড না, পার্টি না এবং এ যাবতীয় কিছুই না। এটা হচ্ছে ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ লড়াই। যে কারণে আইপিএলকে বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন লিগ বলা যায়।'

শুধু ক্রিকেটার নয়, গম্ভীর কথা বলেছেন দল নিয়েও। আইপিএলে খেলা দলগুলোর মধ্যে এ ক্ষেত্রে কলকাতাকে সবার ওপরে দেখেন গম্ভীর, 'কেকেআরের সমর্থকেরা খুবই প্যাশনেট। তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক থাকা দরকার। আমি সব সময়ই বিশ্বাস করি, সবচেয়ে বিশ্বস্ত সমর্থক কলকাতারই। আমাদের তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে।'

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসে দুই মৌসুম থাকার পর ২০১৪ সালের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন কলকাতায় যোগ দেন গৌতম গম্ভীর। দলটির হয়ে এবারের আসরে নিলামে উপস্থিত ছিলেন সাবেক এই ভারতীয় ওপেনার। সেখানে রেকর্ড ২৪.৭৫ কোটি রুপিতে মিচেল স্টার্ককে দলে নেয় কলকাতা।

লেভারকুসেনের জয়রথ থামাবে কে?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ছুটছে তো ছুটছেই। পেছনে তাকানোর যেন নেই কোনো অবসর। এভাবেই চলছে বেয়ার লেভারকুসেনের জয়যাত্রা। তাদেরকে যেন থামানোর কেউ নেই। যারা থামাবে, সেই বায়ার্ন মিউনিখকে ১০ পয়েন্ট পেছনে ফেলে রেখে শিরোপার দৌড়ে প্রচণ্ড প্রতাপে এগিয়ে যাচ্ছে লেভারকুসেন।

জার্মান বুন্দেসলিগার চলতি আসরে এরইমধ্যে ২৪ ম্যাচ খেলে ফেলেছে লেভারকুসেন। এখনও অপরাজিত তারা। ড্র করেছে কেবল ৪টিতে। নেই কোনো হার। অপরাজিত থেকেই ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে তারা।

মৌসুম শুরুর আগে কেউ হয়তো ভাবতেই পারেনি, এভাবে সবাইকে চমকে দেবে লেভারকুসেন। যে দল এখনো পর্যন্ত এখন পর্যন্ত শিরোপা জয়ের স্বাদ নিতে পারেনি, সে দল অপরাজিত থেকেই বুন্দেসলিগা টাইটেল জিতবে- এমন ভাবনাও অনেকে মনে দানা বেঁধে উঠেছে।

অ্যাওয়ে ম্যাচে কোলনের বিপক্ষে ২-০ গোলে জয় পেয়েছে লেভারকুসেন। এই জয়ে লিগের সফলতম (৩২ বারের শিরোপাজয়ী) ক্লাব মিউনিখ থেকে ১০ পয়েন্ট বেশি নিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান দখলে রাখার ভীত আরও মজবুত করেছে তারা। সমান ২৪ ম্যাচে মিউনিখের পয়েন্ট ৫৪।

এই ম্যাচে অবশ্য দারুণ একটি সুবিধা পেয়েছে লেভারকুসেন। ম্যাচের শুরুর দিকেই (১২ মিনিটে) লালকার্ড দেখে ১০ জনের দলে পরিণত হয়েছিল কোলন। ফলে গোল করা সহজ হয়ে যায় লেভারকুসেনের জন্য।

ম্যাচের ৩৭ মিনিটে গোল করে লেভারকুসেনকে এগিয়ে দেন জেরেমি ফ্রিমপং। দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমে ৭৩ মিনিটে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অ্যালেজান্দ্রো গ্রিমালদো।

শিরোপা জেতার লড়াইয়ে লেভারকুসেনের সামনে আছে আরও ১০টি ম্যাচ। দলটির এবারের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে মিউনিখ থেকে শিরোপা ছিনিয়েই নেবে তারা।

অথচ একটি সময় শিরোপা জিততে না পারার কারণে লেভারকুসেনকে অপমানজনক ট্যাগ দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে বলা হতো 'নেভারকুসেন'। তার মানে হলো, লেভারকুসেন কখনো শিরোপা জিততে পারবে না।

সময়ের পালাবদলে সেই ট্যাগ কেবলই অতীত। মাঠের পারফরম্যান্স দিয়েই অপমানের জবাব দিচ্ছে লেভারকুসেন। হতে পারে, এবারের মৌসুমে অপরাজিত থেকেই টাইটেল জিতে নিয়েছে তারা। সেটা দেখার জন্য এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর যদি তাই হয়, তাহলে ইউরোপিয়ান ফুটবলে নতুন ইতিহাসের মহানায়ক হবে লেভারকুসেন।

চেলসির পয়েন্ট হারানোর রাতে নাটকীয় জয় লিভারপুলের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শেষ সময়ে গোল করে জয়, এটা তো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে লিভারপুলের। গতকাল শনিবার রাতে নটিংহ্যাম ফরেস্টের মাঠেও সেই একই ঘটনা ঘটলো অল রেডরা। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের নবম মিনিটে গোল করলেন দারউইন নুনেজ। এরপর খেলা হলো মাত্র ২ মিনিট।

অন্যান্য ম্যাচের নাটকীয়তাকে ছাপিয়ে মহানাটকীয় এই ম্যাচে জিতে পুরো ৩ পয়েন্ট নিজেদের থলিতে নিয়েছে লিভারপুল। নটিংহ্যামকে ১-০ গোলে হারিয়ে ৪ পয়েন্ট বেশি নিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানে আছে ইয়ুর্গেন ক্লপের শিষ্যরা।

দারুণ এই জয়ে ২৭ ম্যাচের লিভারপুলের পয়েন্ট ৬৩। এক ম্যাচ কম খেলে টেবিলের দ্বিতীয়স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৫৯।

ম্যাচের ৯৯ মিনিটে কর্নার থেকে পাওয়া বল নুনেজকে অ্যাসিস্ট করেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। বক্সের মাঝখান থেকে সেই অ্যাসিস্টে দারুণ হেডে নটিংহ্যামের জাল কাঁপান নুনেজ। ফলে ১-০ গোল জয় নিশ্চিত হয় লিভারপুলের।

লিভারপুলের নাটকীয় জয়ের রাতে পয়েন্ট হারিয়েছে চেলসি। বেনফোর্ডের বিপক্ষে প্রথমে এগিয়ে গিয়ে পরপর ২ গোল হজম করে পিছিয়ে পড়েছিল সফরকারীরা। অবশেষে ৮৩ মিনিটে স্বাগতিকদের জালে বল জড়িয়ে ২-২ গোলে ড্র করেছে চেলসি।

পশ্চিম লন্ডন ডার্বিতে ম্যাচের ৩৫ মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসনের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল চেলসি। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমে ৫০ মিনিটে গোল হজম করে লিড হারায় দ্য ব্লুজরা।

রোনালদোর পর মেসির ৫০০

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কী নেই লিওনেল মেসির? ব্যালন ডি'অর, কোপা আমেরিকা, বিশ্বকাপ সবাই তো আছে আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকরের। তবু আরও চাই। আর যদি না চাইবেন, তবে কেন একের পর এক চোখ ধাঁধানো প্রদর্শনী দেখিয়ে যাচ্ছেন তিনি?

সর্বশেষ গত রোববার যুক্তরাষ্ট্রের মেজর সকার লিগে (এমএলএস) নিজের দল ইন্টার মিয়ামির হয়ে জোড়া গোল করেছেন মেসি। প্রতিপক্ষ নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী অরলান্ডো সিটি।

মেসি সংখ্যার হিসেবে দুই গোল করেছেন ঠিকই। কিন্তু প্রতিটি গোলেই ছিল তার অবদান। এদিন মিয়ামিতে যোগ দেওয়ার পর প্রথমবারের মতো গোলের দেখা পেয়েছেন বার্সেলোনায় মেসির ৬ বছরের সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ। তিনিও করেছেন জোড়া গোল।

দুই প্রধান তারকার জোড়া গোলের দিনে দল জিতেছে ৫-০ গোলে।

দলকে বড় ব্যবধানে জেতানোর দিনে দারুণ এক মাইলফলক স্পর্শ করে ফেলেছেন মেসি। ক্লাব ক্যারিয়ারে নিজের ৫০০তম গোলটি এই ম্যাচেই পেয়েছেন তিনি। এই মাইলফলকে পৌঁছাতে মেসিকে খেলতে হয়েছে ৫৮৭ ম্যাচ।

মেসির আগে গত বছর এই মাইলফলক স্পর্শ করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তবে রোনালদো থেকে ৬৭ ম্যাচ কম খেলে ৫০০ গোলের ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন মেসি।

২০০৪ সালে লা লিগায় বার্সেলোনার হয়ে ক্লাব ক্যারিয়ারের যাত্রা শুরু করেছিলেন মেসি। ২০২১ সালে সেই ক্লাব ছাড়ার আগে ১৭ বছরের ক্যারিয়ারে ৫২০ ম্যাচ খেলে ৪৭৪ গোল করেছেন তিনি।

২০২১ সালে ফরাসী লিগ আঁ-তে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি) যোগ দেন মেসি। সেখানে ২ বছরের ক্যারিয়ারে ৫৮ ম্যাচ খেলে করেন ২২ গোল।

এরপর ২০২৩ সালে ইউরোপ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের চলে আসেন মেসি। সেখানে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দেন মেসি। বর্তমানে মিয়ামির হয়েই খেলছেন এই তারকা ফুটবলার। মিয়ামির হয়ে এখন পর্যন্ত ৯ ম্যাচে করেছেন ৪ গোল।

আর ক্লাব ও নিজের জাতীয় দল আর্জেন্টিনার খেলা-সবমিলিয়ে মেসির গোলসংখ্যা ৮২৪টি।

রোহিত-গিলের সেঞ্চুরিতে
ইংলিশদের বিপক্ষে বড় লিড ভারতের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও শুভমান গিলের জোড়া সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে বড় লিড পেয়েছে স্বাগতিক ভারত। ইংল্যান্ডের ২১৮ রানের জবাবে নিজেদের প্রথম ইনিংসে দ্বিতীয় দিন শেষে ৮ উইকেটে ৪৭৩ রান করেছে টিম ইন্ডিয়া। ২ উইকেট হাতে নিয়ে ২৫৫ রানে এগিয়ে ভারত। রোহিত ১০৩ ও গিল ১১০ রান করেন।

ধর্মশালায় টস জিতে ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিনই ২১৮ রানে অলআউট হয় ইংল্যান্ড। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে দিন শেষে ১ উইকেটে ১৩৫ রান করেছিল ভারত। রোহিত ৫২ ও গিল ২৬ রানে অপরাজিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের শুরু থেকে ইংল্যান্ডের বোলারদের বিপক্ষে সহজেই রান তুলে প্রথম সেশনের শেষভাগে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন রোহিত ও গিল। ১৫৪ বল খেলে রোহিত টেস্ট ক্যারিয়ারের ১২তম এবং ১৩৭ বল খেলে চতুর্থ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন গিল।

এ ইনিংসের মাধ্যমে ওপেনার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তৃতীয় সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির মালিক হন রোহিত। ওপেনার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার ৪৯, ভারতের শচীন টেন্ডুলকার ৪৫ ও রোহিত ৪৩টি সেঞ্চুরি করেছেন। ওপেনার হিসেবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বোচ্চ চতুর্থ সেঞ্চুরিতে স্বদেশি সুনীল গাভাস্কারের রেকর্ড স্পর্শ করেন তারকা ব্যাটার রোহিত।

দ্বিতীয় সেশনের দ্বিতীয় ওভারেই রোহিত-গিল জুটি ভাঙ্গেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস। ১৩টি চার ও ৩টি ছক্কায় ১৬২ বলে ১০৩ রান করে আউট হন রোহিত।

পরের ওভারে জেমস এন্ডারসনের শিকার হওয়ার আগে ১২টি চার ও ৫টি ছক্কায় ১৫০ বলে ১১০ রান করেন গিল। দ্বিতীয় উইকেটে রোহিত-গিল ১৭১ রান যোগ করেন।

দলীয় ২৭৯ রানের মধ্যে রোহিত-গিল ফেরার পর ভারতের লিড বড় করেন দেবদূত পাডিক্কাল ও সরফরাজ খান। চতুর্থ উইকেটে ১৩২ বলে ৯৭ রান যোগ করেন দু'জনে। জুটিতে ৮টি চার ও ১টি ছক্কায় ৬০ বলে ৫৬ রান যোগ করে ইংল্যান্ডের স্পিনার শোয়েব বশিরের বলে আউট হন সরফরাজ। হাফ-সেঞ্চুরির পর বশিরের তৃতীয় শিকার হন ১০টি চার ও ১টি ছক্কায় ৬৫ রান করা পাডিক্কাল।

দলীয় ৪০৩ রানে পাডিক্কালের বিদায়ের পর রবীন্দ্র জাদেজা ও ধ্রুব জুরেল ১৫ রান করে এবং শততম টেস্ট খেলতে নামা রবীচন্দ্রন অশ্বিন খালি হাতে থামলে ৪২৮ রানে অষ্টম উইকেট হারায় ভারত।

এরপর নবম উইকেটে ৪৫ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে দিনের খেলা শেষ করেন কুলদীপ যাদব ও জসপ্রিত বুমরাহ। ৫৫ বল করে খেলে কুলদীপ ২৭ ও বুমরাহ ১৯ রানে অপরাজিত আছেন। ইংল্যান্ডের বশির ১৭০ রানে ৪ উইকেট নেন।

ম্যানচেস্টার ডার্বির গল্প ফোডেনময়

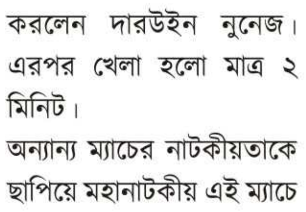

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ম্যানচেস্টার সিটির মাঠ ইত্তিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যানচেস্টার ডার্বি। নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এই ডার্বি জয়ের আশায় ছক সম্ভবত কষেনি। তবে ম্যাচের ৮ মিনিটে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেড়ার মতো গোল পেয়ে গিয়েছিল ম্যানইউ। গোলরক্ষক ওনানার নেওয়া জোরের ওপর শট প্রতিপক্ষের বক্সে পেয়ে যান ব্রুনো ফার্নান্দেজ। বক্সের বেশ বাইরে মাঝ বরাবর থাকা মার্কোস রাশফোর্ডকে পাস দেন তিনি। দূর থেকে দুর্দান্ত শটে গোল করে রেড ডেলিভসদের লিড এনে দেন ইংলিশ স্ট্রাইকার। ওই গোলে প্রথমার্ধে এগিয়ে থেকে শেষ করে এরিক টেন হাগের দল। প্রথমার্ধের বাকিটা সময় ম্যানসিটিকে আটকে রাখতে পারলেও দ্বিতীয়ার্ধে আর আটকাতে পারেননি রাফায়েল ভারানে, হ্যারি মাগুইয়েরা ও কাসেমিরোরা। দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্ত দুই গোল করেন ফিল ফোডেন। ম্যানচেস্টার ডার্বির গল্পে নায়ক বনে যান। শেষ সময়ে গোল পান আর্লিং হালান্ডও। তাদের দাপটে ৩-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে পেপ গার্দিওলার দল। ম্যাচের ৫৬ মিনিটে ম্যানসিটির হয়ে সমতাসূচক গোলটি করেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড ফিল ফোডেন। বক্সের বাহির থেকে তার বাঁ পায়ের শটে করা গোল চোখে লেগে থাকার মতো। ৮০ মিনিটে দলকে ২-১ গোলের লিডে তুলে নেন তিনি। তার ওই গোলের কারিগর হুলিয়ান আলভারেজ। এরপর যোগ করা সময়ে রদ্রির বল ধরে গোল শেষ গোলটি করেন হালান্ড। এই জয়ে ২৭ ম্যাচে লিভারপুলের চেয়ে এক পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে ম্যানসিটি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR